আবিষ্কার গাইড - ১

আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারি

জিম একসময় একজন নাস্তিককে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাকে কোনোদিন এক মূহূর্তের জন্যেও সম্ভবতঃ ঈশ্বর আছেন এই চিন্তাটির সঙ্গে অর্ন্তদ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে কিনা । 'নিশ্চয়ই' । নাস্তিক জিমকে আশ্চর্য উত্তর দিলেন । ''বেশ কয়েক বছর আগে যখন আমাদের প্রথম শিশুসন্তান জন্ম নিল, আমি প্রায় একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম । শিশুশয্যায় ক্ষুদে-অথচ-সম্পূর্ণ মানবশিশুটির নমনীয় ছোটো ছোটো আঙ্গুলগুলি আর ছোট চেখের পরিচিত চাউনির টানে কয়েকমাস যাবৎ আমি নাস্তিক থাকতে পারলাম না । শিশটির দিকে তাকালেই আমরা মনে হত যে একজন ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন ।''

১. প্রত্যেক রূপায়িত বস্তুর একজন রূপকার আছেন ।

মানবশরীরে গঠনপ্রকৃতি একজন সংগঠকের স্তিত্বের দাবি রাখে । বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের জানিয়েছেন যে, মস্তিষ্ক হাজার হাজার স্মৃতি ও মানসিক চিত্রকে ধরে রাখে, সুসংহত করে ও নিপুণতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করে । সৌন্দর্য উপভোগ, আত্ম-উপলব্ধি ও ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনে মস্তিষ্কের সংকল্প তাৎপর্যপূর্ণ । মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রবাহ আমাদের দেহের মাংসপেশীগুলীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

অবশ্য কম্পিউটার ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় ক্রিয়াশীল । কিন্তু কম্পিউটার আবিষ্কার করতে একটি মানব-মস্তিষ্কের প্রয়োজন আর মানুষকেই কম্পিউটার তৈরি করতে হয় তার কাজ ঠিক করে দিতে হয় ।

গীতলেখকের সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই যে, মানবশরীর স্পষ্ট ভাষায় ও তারস্বরে একজন অদ্ভুত স্রষ্টার কথা ঘোষণা করে - আমি তোমার স্তব করব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত :

''তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তা আমরা প্রাণ বিলক্ষণ জানে ।''
- গীত ১৩৯ :১৪

ঈশ্বরের 'কাজ' দেখতে আমাদের অএকদূর যেতে হবে না । আমাদের মানব-মস্তিষ্কের জটিল প্রকৃতি এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জটিল সংহতি ঈশ্বরের ''কাজ'' , আর তা একজন অনন্ত ও নিপুণ কারিগরের পরিচায়ক ।

মানুষের তৈরি কোনো পাম্পকেই মানষের হৃদপিন্ডের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক মানুষের স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সমতুল্য নয় । কোনো দূরদর্শন প্রক্রিয়াই মানুষের কণ্ঠস্বর, শ্রুতি ও দর্শনের যোগ্য নয় । কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও তাপমান প্রক্রিয়া আমাদের নাক, ফুসফুস ও ত্বকের কার্যকলাপের সঙ্গে খাপ খায় না । মানবশরীরের জটিলতা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো একজন অবশ্যই এটা নির্মাণ করেছেন, আর সেই কোনো একজনই হচ্ছেন ঈশ্বর ।

মানবদেহ বিভিন্ন অঙ্গের একটি সম্পূর্ণ তন্ত্র -- সকলেি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, সকলেই সম্পূর্ণ সুসংবদ্ধ । ফুসফুস ও হৃৎযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও মাংসপেশী, সকলেই অবিশ্বাস্যভাবে জটিল কার্য সাধন করছে, আর সেই কার্যগুলি অন্যান্য অঙ্গের অবিশ্বাস্য জটিল প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ।

আপনাকে যদি দশটি মুদ্রায় এক থেকে দশ পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে পকেটে মুদ্রাগুলি রেখে ভালোভাবে পকেটটি নাড়িয়ে সেগুলি বের করে আবার পকেটে একটা একটা করে রাখতে বলা হয়, তাহলে আপনি না দেখে কীভাবে তা রাখবেন, ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে আপনি কি সেগুলি বের করতে পারবেন ? গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী হাজার কোটি বারের মধ্যে মাত্র একবার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে মুদ্রাগুলি পকেট থেকে বের করা সম্ভব ।

এখন হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, ধমনী, শিরা, কিডনি, চোখ, কান এবং দাঁতের উৎপত্তির সম্ভাবনার বিষয়ে বিবেচনা করুন যা একই সময়ে নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে ক্রিয়া করে চলেছে ।

মানবশরীরের গঠনপ্রকৃতির বিষয়ে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা কি ?

‘‘পরে ঈশ্বর বললেন, ‘আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে , আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, ... পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন..... তাদেরকে পুরুষ ও স্ত্রী করে সৃষ্টি করলেন ।’’ -- আদি ১ : ২৬, ২৭

ঐ প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী টনাক্রমে সৃষ্টি হয়নি । বাইবেল স্বীকার করেছে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে আমাদের গঠন করেছেন । আমাদের বিষয়ে তিনি উচ্চ ধারণা নিয়ে আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন ।

২. প্রত্যেক নির্মিত বস্তুর একজন নির্মাতা আছেন

আমাদের শরীরের গঠনেই কিন্তু ঈশ্বরের প্রমাণ লুকিয়ে নেই, তার প্রমাণ জড়িয়ে আছে সমগ্র আকাশমন্ডলে । নগরীর আলোকসজ্জা ছেড়ে রাতের আকাশে দৃষ্টিপাত করুন । ঐ সুদূরে তারাদের ছাড়িয়ে দুধসাদা মেঘ, যাকে আমরা ছায়াপথ বলি তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সূর্যের মতো কোটি কোটি উজজ্বল নক্ষত্রের সমন্বয়ে তৈরি এক একটা গ্যালাক্সি । আসলে আমাদের সূর্য ও তার পরিবারের গ্রহগুলি ঐ ছায়াপথেরই অর্ন্তভূক্ত সদস্য । আর আমাদের ছায়াপথটি অনুমতি একশো কোটি ছায়াপথের একটি, যা শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে পৃথিবী থেকে এবং নলা দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশে দৃষ্ট হয় ।

গীতলেখক যে বলেছেন নক্ষত্রগণ একজন নির্মাতার গৌরব ঘোষণা করে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই :

‘‘আকাশমন্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁর হস্তকৃত কর্ম জ্ঞাপন করে । ’’ -- গীত ১৯ : ১-৩

মহাকাশের জটিল প্রকৃতি ও বিশাল আকৃতি দেখে আমরা কী যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ?

''আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন ।'' অদি ১: ১

''তিনিই (ঈশ্বর) সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সবকিছু টিকে আছে ।'' -- কলসীয় ১ : ১৭

সমগ্র সৃষ্টি প্রধান রূপকার এবং সনাতন স্রষ্টার সাক্ষ্য বহন করে । সহজ কথায়, ''আদিতে ঈশ্বর'' জীবনরহস্যের উত্তর । একজন ঈশ্বর আছেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ।

আজকের দিনে অনেক বিজ্ঞান-মস্তিষ্ক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন । নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী ড. আর্থার কম্পটন শাস্ত্রের এই পদটির বর্ণনা দিতে গিয়ে একদা বলেছিলেন : ''আমরা বিশ্বাসের সূত্রপাত একটি উপলব্ধি থেকে যে, একজন উন্নত চরম বুদ্ধিমত্তা এই বিশ্বভূবনকে সত্তা দান করেছেন এবং মানুষকে নির্মাণ করেছেন । এই বিশ্বাস লাভ করা আমরা পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়নি, কারণ এটা জলের মতো সহজ যে যেখানেই কোনো পরিকল্পনা, সেখানেই কাজ করে এক দিব্য বুদ্ধিমত্তা । নিয়মানুগ প্রকাশ্য বিশ্বপ্রকৃতির ধারা বিঘোষিত সত্যের সাক্ষ্যবাহী -- 'আদিতে ঈশ্বর ।'' বাইবেল ঈশ্বরকে প্রমাণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি -- এটি তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করে । ড. আর্থার কস্কলিন নামক একজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী একবা লিখেছিলেন : ''ঘটনাক্রমে জীবনের সৃষ্টির সম্ভাবনার সঙ্গে একটি ছাপাখানায় হঠাৎ বিস্ফোরণে একটা বড়ো আকারের অভিধান তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার তুলনা করা যেতে পারে ।''

আমরা জানি যে, মানুষ শূন্য থেকে কোনো কিছু সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা করেন । দায়ুদ এতে আশ্চর্য হয়ে লিখেছেন :

আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্মিত আকাশমন্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি, (বলি) মানুষ কি যে, তুমি তাকে স্মরণ করো ?'' - গীত ৯ :৩, ৪

আমাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের স্রষ্টা ''মনোযোগী'' । ব্যক্তিগতভাবে আপনাতে তাঁর এমন আগ্রহ যে তিনি যেন কেবল আপনাকেই সৃষ্টি করেছেন ।

সুতরাং আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারি : (১) কারণ তিনি আমাদের চতুর্দিকে জটিল প্রকৃতির নানান বস্তুর রচনা করেছেন । (২) কারণ আমাদের ভিতরে ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁতে বিশ্রাম না-পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অশান্ত করে তোলে । এবং (৩) যখন তাঁকে অন্বেষণ করে পাই, তিনি আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন--পূর্ণমাত্রায় ।

৩. ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসেন

যে ঈশ্বর নক্ষত্রলোকের সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডের রচয়িতা, তিনি আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পাতাতে উন্মুখ । মোশির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ''মানুষ যেমন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে, তেমন প্রভু মোশির সঙ্গে... আলাপ করতেন '' (যাত্রা ৩৩ : ১১) । আর ঈশ্বর আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূচনা করতে চান, আপনার বন্ধু হতে চান । যীশু তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : ''তোমরা আমরা বন্ধু '' (যোহন ১৫ : ১৪) ।

ঈশ্বরের অতিত্ব-বিষয়ক ধারণা নিয়ে আমাদের সকলকেই কমবেশি সংগ্রাম করতে হয়, কারণ মানবজাতি স্বভাবতই ধর্মভিত্তিক । কোনো জীবজন্তু কখনও উপাসনার্থে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেনি । কিন্তু যেখানেই কোনো নরনারী দেখতে পাবেন, দেখবেন তারা উপাসনা করছে । প্রতিটি মানবহৃদয়ের গভীরে উপাসনার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ঈশ্বরের বিষয়ে সচেতনতা ও তাঁর বন্ধু হওয়ার উদগ্র বাসনা নিহিত থাকে । আমাদের আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়ে যখন আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই, তখন তাঁর অস্তিত্ব ও আমাদের অভিলাষের প্রতি সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না ।

১৯৯০ সালটিতে রাশিয়ায় নিযুত নিযুত নাস্তিক লোক নাস্তিকতা ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসেন । সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তিত নাস্তিকগণের মনোভাব পরিস্ফুটিত একটি মন্তব্য সেন্ট পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধাপকের মুখে শুনুন ।

''আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবনের অর্থ খুঁজেছি, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কিছুই পাইনি । আমরা চারদিকের বৈজ্ঞানিকদের একই শূন্য অনুভূতি । জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নের সময় মহাকাশের বিশালতা দেখে এবং তার সঙ্গে আমরা হৃদয়ের শূন্যতা নুভব করে আমরা মনে হল এর অবশ্যই কিছু অর্থ আছে । তারপর আপনার দেওয়া বাইবেল পেয়ে তা পাঠ করতে শুরু করলাম, আমরা জীবনের শূন্যতা ভরে গেল । আমরা জীবনে বিশ্বাসের একমাত্র উৎসরূপে আমি বাইবেলকে পেলাম । আমি যীশুকে আমরা মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেছি এবং জীবনে প্রকৃত শান্তিই তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি ।''

একজন খ্রিস্টান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন কেননা তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পান এবং বুঝতে পারেন যে অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র তিনিই পূরণ করতে সক্ষম । যে ঈশ্বরকে খ্রিস্টীয়ানগণ বিরাজিত অবস্থায় দেখেন, তিনিই আমাদের নতুন দৃশ্য, নতুন অর্থ, নতুন আবেগ ও নতুন আনন্দ দান করেন ।

ঝঞ্ঝাটি ও দ্বন্দ্ব বিবর্জিত জীনের প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর দেননি, কিন্তু তিনি আমাদের নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা করলে তিনি আমাদেরকে পরিচালন ও প্রতিপালন করবেন । আর লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টীয়ান সাক্ষ্য বহন করবেন যে, তারা সব কিছু ত্যাগ করবেন কিন্তু ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না ।

এটি সবচেয়ে বিস্ময়কর--যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই বিশ্বভূমন্ডলের নির্মাতা, রূপকার ও প্রতিপালক--তিনিই আবার প্রত্যেক নরনারী ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত ।

৪. তিনি কি ধরনের ঈশ্বর

যেমন একজন পিতা ইচ্ছা করেন যে, তার ছেলেমেয়েরা যেন তাকে চেনে, ঠিক সেইরকমই ব্যক্তি ঈশ্বরের তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের কাছে আত্মপ্রকাশের বাসনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত । আর বাইবেলের ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন তিনি কে এবং কি ধরনের ।

নরনারী সৃষ্টিতে ঈশ্বর কি আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন ?

''আর ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন ।'' -- আদি ১ : ২৭

যেহেতু আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত, আমাদের প্রতিফলন ও অনুভূতি, স্মৃতি ও প্রত্যাশা, চিন্তা ও বিশেষণ, সমস্ত গুণাবলি তাঁর থেকেই উৎসারিত ।

ঈশ্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ?

''ঈশ্বর প্রেম ।'' -- ১ যোহন ৪ : ৮

নিজের প্রেমময় হৃদয় থেকে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ করেন । তিনি যা করেছেন বা করবেন তার মধ্যে এমন কিছুই নাই যা নিঃস্বার্থ, প্রাণান্তকর প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না ।

৫. যীশু কীভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করেন

বাইবেলে ঈশ্বর বারংবার নিজেকে একজন পিতা হিসাবে প্রকাশ করেছেন ।

''আমাদের সকলের কি এক পিতা নয় ? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেন না?'' -- মালাখি ২ : ১০

আজকের দিনে কিছু কামনাময় পিতা চিত্র আমরা দেখতে পাই । যত্নহীন পিতা, কপট পিতা ইত্যাদি নানান স্বার্থপর পিতা দেখা যায় । ঈশ্বর ঐ রকম নয় । তিনি যত্নবান ও সংবেদনশীল পিতা । তিনি সেই রকমের পিতা যিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে ভালবাসেন, তিনি এমন পিতা যিনি ছেলেমেয়েদের ঘুমপাড়ানী কাহিনীর মাধ্যমে আনন্দ দান করেন ।

শাস্ত্রের বাক্য দ্বারা আমাদের প্রেমময় পিতা নিজেকে প্রকাশের অতিরিক্ত কিছু করতে চান । তিনি জানেন যে, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বাস করার মূল্য, তার বিষয়ে শোনা ও পড়ার চেয়ে মূল্যবান । তাই তিনি প্রকৃত মানুষ হয়ে আমাদের জগতে এলেন -- ব্যক্তি যীশু ।

''এই পুত্রই (যীশু) হলেন অদৃষ্য ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ ।'' কলসীয় ১ : ১৫

তাই যদি আপনি যীশুকে দেখেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন । আমাদের মাত্রায় তিনি অবতরণ করলেন-তিনি আমাদের মতো হলেন--যাতে আমাদের জীবনধারা ও সুখের পন্থা শিক্ষা দিতে পারেন এবং ঈশ্বরকে যথাযথভাবে আমরা দেখতে পাই । যীশু হলেন দৃশ্য ঈশ্বর । তিনি নিজে বলেছেন ,''যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে'' (যোহন ১৪ : ৯) ।

নতুন নিয়মের প্রথম চারটি বই অর্থাৎ চারটি সুসমাচারে যখন শীশুর জীবনী পাঠ করবেন, আপনি আমাদের স্বর্গীয় পিতার একটি মুগ্ধকর চিত্র আবিষ্কার করবেন । অসভ্য জেলের দল জাল পরিত্যাগ করে খ্রিস্টকে অনুসরণ করছে, ছোটো ছেলের দল তাঁর আশীর্বাদ নিতে দলবেঁধে ছুটছে । তিনি মহাপাতকের সান্ত্বনা, আত্ম-গৌরবী কপটাচারীদের তিনি নিরস্ত্র করেছেন । অন্ধত্ব থেকে কুষ্ঠরোগীদের পর্যন্ত নিরাময় করেছেন । তাঁর প্রতিটি কাজে যীশু দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ । এমন পন্থায় তিনি মানুষের প্রয়োজন মেটাতেন যা তঁর আগে কেউ দেখাননি বা অবলম্বন করেননি ।

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশে যীশুর শেষ গৌরবময় প্রকাশ ক্রুশে প্রতিফলিত হয়েছে ।

''ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় ।'' যোহন ৩ : ১৬

এখন আমাদের অপেক্ষাকৃত সুখী জীবন দিতেই যীশু মারা যাননি, কিন্তু তিনি মরেছেন আমাদের অনন্ত জীবন দিতে । দীর্ঘকাল ধরে মানুষ অবাক হয়েছে, প্রত্যাশা করেছে এবং ঈশ্বরের স্বপ্ন দেখেছে । তাঁর হাতের কাজ তারা আকাশে দেখেছে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য ফুটে উঠেছে । তারপর ক্রুশে যীশু যুগপর্যায়ের নীরবতা ভঙ্গ করেছেন, মানুষ ঈশ্বরের নিখুঁত মুখমন্ডলে দৃষ্টি করেছেন, তাঁর বাস্তব রূপকে তিনি দেখিয়েছেন-- প্রেম, অনন্ত এবং অমর প্রেম । যীশু তাঁকে যেভাবে দেখিয়েছেন সেই ঈশ্বরকে আপনি এখনই আবিকার করতে পারেন । আর ঐ আবিষ্কার আপনাকে নিজস্ব স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করবে : ''পিতা, আমি তোমাকে ভালোবাসি ।''

সৃষ্টি করতে পারে না । আমরা কিছু তৈরি করতে পারি, আবিষ্কার করতে পারি, বস্তুর সংমিশ্রণ করতে পারি, কিন্তু কোনো প্রকারেই একটা ক্ষুদ্র ব্যাঙ বা একটা সাধারণ ফুল পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারি না । আমাদের চতুর্দিকের এই বস্তুগুলি সরবে ঘোষণা করছে যে, ঈশ্বর তাদের নির্মাতা, স্রষ্টা ও প্রতিপালক । মহাবিশ্ব, পৃথিবী ও মানুষের উৎস সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উত্তর হচ্ছে -- ঈশ্বর ।

উত্তর পত্র - ১

১ নং আবিষ্কার গাইডটি সম্পূর্ণ পড়ার পর উত্তরপত্র পূর্ণ করিতে হবে। যখন নীচের প্রশ্নগুলির উওর দেবেন, সঠিক উওর পেতে আবার আপনাকে আবিষ্কার গাইড ১ দেখতে হবে। ওর খুঁজে পেলে তা আপনার মনে গেঁথে থাকবে। আপনার উওরপত্রের প্রশ্নের সংখ্যা আর আবিষ্কার গাইডের যে পর্বে উওরটি আছে তার সংখ্যা হুবহু এক।

১. _____ ১ নং আবিষ্কার গাইডের ১ম পর্ব পুনরায় পাঠ করুন, তারপর দুটি সঠিক মন্তব্যের আগে ঃ চিহ্ন দিন।
_____ মানবদেহের গঠনপ্রকৃতি একজন সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ দেয়।
_____ লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।
_____ মানবশরীরের গঠনপ্রকৃতি একজন নিপুণ কারিগরকে নির্দেশ করে।

বাঁদিকের সংখ্যা অনুযায়ী আবিষ্কার গাইডের প্রতিটি পর্ব পাঠ করে সত্য মন্তব্যের জন্যে 'স' অক্ষরটিতে ও মিথ্যা মন্তব্যের জন্যে 'মি' অক্ষরটিতে ঘ চিহ্ন দিন।

২. স. মি নক্ষত্রলোক সৃষ্টি ঈশ্বরের হাতের কাজ।
স. মি ঘটনাক্রমে এক বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি।
স. মি ঈশ্বর এই বিশ্বভূমন্ডলের স্রষ্টা ও প্রধান রূপকার।
স. মি অনেক মহান বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন।

৩. স. মি ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসেন।

৪. স. মি ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন।
স. মি ঈশ্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রেম।

৫. স. মি ঈশ্বর একজন যত্নবান, সংবেদনশীল পিতা।
স. মি ঈশ্বর ব্যক্তিরূপে এই জগতে এসেছিলেন।
স. মি যীশু কেবল মানুষ ছিলেন, ঈশ্বর ছিলেন না।
স. মি যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের দৃশ্য রূপ।
স. মি আমাদের অনন্ত জীবন দিতে যীশু মৃত্যুবরণ করেন।